

সূরা ৯৮ : বায়্যিনাহ, মাদানী

৯৮ - سورة البينة، مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ৮, রুকু ১)

(آيَاتُهَا : ٨، رُكُوعَاتُهَا : ١)

রাসূল (সাঃ) উবাই ইব্ন কা'বকে সূরা বায়্যিনাহ পাঠ করতে বলেন

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উবাই ইব্ন কা'বকে (রাঃ) বললেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমাকে আদেশ করেছেন যে, আমি যেন তোমাকে **الْكِتَابِ** এ সূরাটি পাঠ করে আমাকে শোনাতে বলি। উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন : তিনি (আল্লাহ) কি আমার নাম উল্লেখ করে আপনাকে বলেছেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন : হ্যাঁ। তখন উবাই (রহঃ) কেঁদে ফেললেন। (আহমাদ ৩/১৩০) ইমাম বুখারী (রহঃ), ইমাম মুসলিম (রহঃ), ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈও (রহঃ) তাদের গ্রন্থে সুবাহ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী ৮/৫৯৭, মুসলিম ১/৫৫০, তিরমিযী ১০/২৯৪, নাসাঈ ৬/৫২০)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু
আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(১) কিতাবীদের মধ্যে যারা
কুফরী করেছিল এবং মুশরিকরা
আপন মতে অবিচল ছিল তাদের
নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ না আসা
পর্যন্ত।

۱. لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ
مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

(২) আল্লাহর নিকট হতে এক
রাসূল, যে আবৃত্তি করে পবিত্র

۲. رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُوا

এছ,	صُحُفًا مُّطَهَّرَةً
(৩) যাতে সু-প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা-সমূহ রয়েছে।	۳. فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ
(৪) যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারাতো বিভক্ত হল তাদের নিকট সু-স্পষ্ট প্রমাণ আসার পর।	۴. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ
(৫) তারাতো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদাত করতে এবং সালাত কায়েম করতে ও যাকাত প্রদান করতে; এটাই সু-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম।	۵. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

মূর্তিপূজক ও আহলে কিতাবদের বর্ণনা

আহলে কিতাব দ্বারা ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে বুঝানো হয়েছে। আর মুশরিকীন দ্বারা আরাব এবং অনারাব মূর্তি পূজক ও অগ্নিপূজকদেরকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : তারা প্রত্যাবর্তনকারী ছিলনা যে পর্যন্ত না তাদের সামনে সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত হয়। (তাবারী ২৪/৫৩৯) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, তারা প্রত্যাবর্তনকারী ছিলনা যতক্ষণ না তাদের কাছে সত্য উদ্ভাসিত হয়। কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী ২৪/৫৩৯) এখানে حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ এর শব্দের অর্থ করা হয়েছে এই কুরআন।

আল্লাহর কোন একজন রাসূল যিনি পবিত্র গ্রন্থ পাঠ করে শুনিতে দেন, যাতে আছে সঠিক বিধান, এর দ্বারা কুরআনুল হাকীমের কথা বুঝানো হয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ. كِرَامٍ بَرَرَةٍ

ইহা আছে মর্যাদাময় পত্রসমূহে (লিখিত) (এবং) উন্নত ও পুতঃ লেখকদের হাতে (সুরক্ষিত)। (ঐ লেখকগণ) মহৎ ও সৎ। (সূরা আবাসা, ৮০ : ১৩-১৬)

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন : ইবন জারীর (রহঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, উহা হল সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী এবং সরল পথ প্রদর্শনকারী পবিত্রতম কুরআন, যা আল্লাহর তরফ থেকে নাযিল হয়েছে। এতে কোন ভুল-ভ্রান্তি নেই, কারণ তাতো নাযিল হয়েছে সর্ব শক্তিমান রাজাধিরাজ আল্লাহর তরফ হতে। (তাবারী ২৪/৫৪০) সঠিক বিষয়সমূহ লিপিবদ্ধ করণের ক্ষেত্রে কোন প্রকার ভুল-ভ্রান্তি হয়নি।

কিতাব প্রাপ্তির পর মতভেদের সূচনা

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন : وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ نِكَاتٌ هِی س্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত হওয়ার পরই তারা বিভক্ত হয়ে গেল। এরই অনুরূপ অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে :

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

এবং তাদের মত হয়োনা যাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে ও পরস্পর মতভেদে লিপ্ত রয়েছে; তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১০৫)

এ আয়াতে ঐ সমস্ত কিতাবধারীদের কথা বলা হয়েছে যাদেরকে কুরআন অবতরণের পূর্বে পবিত্র বাণী সম্বলিত সহীফাসমূহ প্রদান করা

হয়েছিল। তাদেরকে হিদায়াতের বাণী পৌঁছে দেয়ার পরেও তারা নিজেদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করল এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। যেমন বিভিন্নভাবে বর্ণিত একটি হাদীসে রয়েছে : ‘ইয়াহুদীরা একাত্তর ফিরকা বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়েছে, আর নাসারা বা খৃষ্টানরা বিভক্ত হবে বাহাত্তর ফিরকায়। এই উম্মাতে মুহাম্মাদী তিয়াত্তর ফিরকায় বিভক্ত হবে। তার মধ্যে একটি মাত্র ফিরকা ছাড়া সবাই জাহান্নামে যাবে।’ জনগণ জিজ্ঞেস করলেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তারা কারা?’ উত্তরে তিনি বললেন : ‘আমি এবং আমার সাহাবীগণ যে আদর্শের উপর রয়েছি। (কুরতুবী ৪/১৫৯, ১৬০, তিরমিযী)

আল্লাহর নির্দেশ হল পরিপূর্ণভাবে তঁারই জন্য ইবাদাত করতে হবে

আল্লাহ তা‘আলা এরপর বলেন : وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ অথচ তাদের প্রতি এই নির্দেশই ছিল যে, তারা আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তঁারই ইবাদাত করবে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এই অহী ব্যতীত; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর। (সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ২৫) এখানেও আল্লাহ তা‘আলা বলেন : একনিষ্ঠ হয়ে অর্থাৎ শিরক হতে দূরে থেকে এবং তাওহীদ বা একাত্ববাদের মাধ্যমে ইবাদাত কর। যেমন অন্যত্র বলেন :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطُّغُوتَ

আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। (সূরা নাহল, ১৬ : ৩৬)

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন : وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا

‘তারা সালাত কায়েম করবে ও যাকাত দিবে, এটাই সঠিক দীন।’ যাকাত দিবে এর অর্থ এই যে, ফাকীর, মিসকীন এবং অভাবগ্রস্তদের অর্থ দ্বারা সাহায্য করবে। এই দীন অর্থাৎ ইসলাম মযবূত, সরল, সহজ এবং কল্যাণধর্মী। বহু সংখ্যক ইমাম যেমন ইমাম যুহরী (রহঃ), ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) প্রমুখ এ আয়াত থেকে প্রমাণ পেশ করেছেন যে, আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এই আয়াতের সরলতা ও আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর ইবাদাত, সালাত আদায় ও যাকাত প্রদানকেই দীন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

(৬) কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করে তারা এবং মুশরিকরা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে; তারাই সৃষ্টির অধম।	<p>٦. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ</p>
(৭) যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।	<p>٧. إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ</p>
(৮) তাদের রবের নিকট আছে তাদের পুরস্কার স্থায়ী জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে;	<p>٨. جَزَاءُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ</p>

আল্লাহ তাদের উপর প্রসন্ন এবং তারাও তাঁর উপর সন্তুষ্ট; এটা এ জন্য যে, তারা তাদের রাব্বকে ভয় করে।

جَنَّتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ

সৃষ্টির অধম ও উত্তমদের বর্ণনা এবং তাদের কাজের প্রতিদান

আল্লাহ তা‘আলা অভিশপ্ত কাফিরদের পরিণাম সম্পর্কে বর্ণনা করছেন :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا
كَافِرِينَ, ইয়াহুদী, নাসারা, মুশরিক, আরাব ও অনারাব যেই হোক না কেন যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বিরোধ এবং আল্লাহর কিতাবকে অবিশ্বাস করে তারা কিয়ামাতের দিন জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে, সেখানেই তারা চিরকাল অবস্থান করবে। কোন অবস্থায়ই তারা সেখান থেকে ছাড়া বা মুক্তি পাবেনা। এরাই নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।

এরপর আল্লাহ তা‘আলা সৎ কর্মপরায়ন বান্দাদের পরিণাম সম্পর্কে বলেন :
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ
নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে এবং ভাল কাজ করেছে তারাই উৎকৃষ্টতম সৃষ্টি। এ আয়াত থেকে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) এবং একদল আলেম ব্যাখ্যা করেন যে, ঈমানদার মানুষ আল্লাহর মালাইকার চেয়েও উৎকৃষ্টতর।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :
جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا
তাদের প্রতিদান স্বরূপ তাদের

রবের নিকট সর্বদা অবস্থানের জন্য জান্নাতসমূহ রয়েছে, যেগুলির নিম্নদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে। সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে।

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ আল্লাহ তা‘আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন এবং তাদেরকে এর আগে বা পরে আর যা কিছু দেয়া হোকনা কেন তা হবে তাদের কাছে মূল্যহীন। কারণ আল্লাহর সন্তুষ্টিই হল একজন মু‘মিনের সবচেয়ে বড় অর্জন।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন : ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ এটা ঐ ব্যক্তির জন্য যে নিজের রাব্বকে ভয় করে। অর্থাৎ যার মনে আল্লাহ তা‘আলার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভয়-ভীতি রয়েছে। ইবাদাত করার সময় যে মন প্রাণ দিয়ে আল্লাহর ইবাদাত করে, এমনভাবে ইবাদাত করে যেন চোখের সামনে রাব্বুল আ‘লামীন আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছে এবং সে আল্লাহকে দেখতে না পেলেও আল্লাহ তাকে দেখতে পাচ্ছেন।

মুসনাদ আহমাদে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘সর্বোত্তম সৃষ্ট জীব কে এ সংবাদ কি আমি তোমাদেরকে দিবনা?’ সাহাবীগণ উত্তরে বললেন : ‘অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদেরকে আপনি এ খবর দিন।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন : ‘আল্লাহর সৃষ্ট মানুষের মধ্যে ঐ মানুষ সবচেয়ে উত্তম যে জিহাদের ডাক শোনার জন্য ঘোড়ার লাগাম ধরে থাকে এবং ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় শত্রুদলে প্রবেশ করে বীরত্বের পরিচয় দেয়। আমি কি তোমাদেরকে সর্বোত্তম সৃষ্টির সংবাদ দিব? তারা বললেন : ‘অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তিনি বললেন : যে ব্যক্তি নিজের বকরীর পালের মধ্যে অবস্থান করা সত্ত্বেও সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে। এবার আমি কি তোমাদেরকে এক নিকৃষ্ট সৃষ্টির সংবাদ দিব? সে হল ঐ ব্যক্তি যার কাছে (কোন অভাবগ্রস্ত) আল্লাহর নামে কিছু চাওয়ার পর, কিছু না দিয়ে ফিরিয়ে দেয়।’ (আহমাদ ২/৩৯৬)

সূরা বায়্যিনাহ এর তাফসীর সমাপ্ত।